আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই

ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম জনক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। স্বদেশে রসায়নের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার যেমন তিনি ভগীরথ তেমনই স্বদেশকে রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্পে স্বনির্ভর করার অভিপ্রায়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস'। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বছরে এই প্রতিষ্ঠান লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়। ওই সময়কার এক প্রতিষ্ঠিত সাময়িকী 'ভারতবর্ষ' তার ১৩৫১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় লিখেছিল, '১৮৯২-১৯০২ এই দশ বৎসর চলিবার পর বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড রেজেস্ট্রী করা লিমিটেড কোম্পানি হয়। মূলধন হয় ৫০,০০০ টাকা। তারপর তিনবার মূলধন বৃদ্ধি করিয়া এখন মূলধন হইয়াছে ২২ লক্ষ টাকা'। একথা আমরা অনেকেই জানি, মাত্র আটশো টাকা ব্যক্তিগত মূলধনে এই কোম্পানির কাজ শুরু করেছিলেন বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র।

স্বাধীনতার পূর্বে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রায় পাঁচ দশক অতিবাহিত করেছে। মানিকতলা ও পানিহাটি ছাড়াও বাংলার বাইরে তার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বহু উচ্চমানের রাসায়নিক দ্রব্য নির্মাণ করার কৃতিত্ব রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের। এমনই ছিল তার চাহিদা, বেঙ্গল কেমিক্যাল ছাপ মারা ভেজাল দ্রব্য থেকে যেন ক্রেতারা সতর্ক থাকেন, এই মর্মে বেঙ্গল কেমিক্যাল নিয়মিত বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। যে কোনো কারখানাকেই সচল রাখতে হলে নিয়মিত তার প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ চাই। এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। লভ্য অর্থের খানিকটা অংশ কারখানা আধুনিকীকরণের জন্য রেখে একবার বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র শেয়ার গ্রহীতাদের বাকি লভ্যাংশের ভাগ দিতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসের নির্মম সত্য, শেয়ার হোল্ডাররা সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। যন্ত্রণা ও একরাশ অভিমান নিয়ে বিজ্ঞানী সে সময় বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালন মণ্ডলী থেকে সরে এসেছিলেন। আধুনিকীকরণ না হলে কারখানা ক্রমাগত রুগ্ন হয়ে বিলুপ্তির যে সম্ভাবনা দেখা দেয়, পরবর্তীকালে বেঙ্গল কেমিক্যালের ইতিহাসেও তেমন ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও ঐতিহ্য স্মরণে রেখে একাধিকবার এগিয়ে এসেছে ও তাকে সচল করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, অনেকদিন পর বেঙ্গল কেমিক্যাল যখন লাভের মুখ দেখেছে, সে সময় এই কারখানা বন্ধের পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে কেন? বহুজাতিকের আগ্রাসনে ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠানও শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে না। আমরা দলমত নির্বিশেষে বাংলার সকল মানুষ চাইছি, কিছুতেই যেন এই প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ করে না দেওয়া হয়। সকল পক্ষ একসঙ্গে বসে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনে কঠোর ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হোক। স্বাধীনতার সাত দশকের প্রাক্কালে দেশের অন্যতম বিজ্ঞানস্থপতি ও দানব্রতী প্রফুল্লচন্দ্রের এই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানকে লুপ্ত করার কলঙ্কে যেন আমরা নিজেরা কলঙ্কিত না হই। আসুন, সকলে মিলে সংঘবদ্ধ দাবি তুলি, ঐতিহ্যবাহী বেঙ্গল কেমিক্যালকে কিছুতেই বন্ধ করা চলবে না।

এই দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের আহ্বানে আগামী ২রা আগস্ট, আচার্য রায়ের জন্মদিনে, বিকেল ৩টায় বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর কাঁকুড়গাছি কারখানার মূল ফটকের সামনে একটি সংক্ষিপ্ত পথসভার পর রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ পর্যন্ত পদযাত্রা সংগঠিত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে আপনিও সামিল হোন।

রাজ্য কমিটি

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ মহাপাত্র কর্তৃক প্রচারিত এবং শৈলী প্রেস প্রাঃ লিঃ হইতে মুদ্রিত।